ষষ্ঠ অধ্যায়

বহিঃখাত

কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাব কাটিয়ে ২০২১ সালে বিশ্বব্যাপী বৈদেশিক বাণিজ্য ঘুরে দাঁড়ালেও রাশিয়া-ইউক্রেন পরিস্থিতি বিশ্ব বাণিজ্যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এর ফলে একদিকে খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা যেমন বিঘ্নিত হচ্ছে, অন্যদিকে রাশিয়ার ওপর পশ্চিমা দেশগুলোর নিষেধাজ্ঞার কারণে বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে। একই সাথে জালানি তেলসহ পণ্য মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতির চাপ সৃষ্টি করছে। তবে বাংলাদেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ইতিবাচক ধারায় রয়েছে। চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০২২ সময়ে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৩,৮৪৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৩০.৮৬ শতাংশ বেশি। একই সময়ে আমদানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫৮,৭৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৪৬.৭ শতাংশ বেশি। চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) সময়কালে বাণিজ্য ভারসাম্যে ঘাটতি বৃদ্ধি পেয়ে ২২,৩০৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে, পূর্ববর্তী অর্থবছরে একই সময়ে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১২,৩৫৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। রপ্তানি আয় বৃদ্ধির চেয়ে আমদানি ব্যয় বেশি বৃদ্ধি পাওয়ায় মূলতঃ বাণিজ্য ভারসাম্যে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। বাণিজ্য ঘাটতির বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক রেমিট্যান্সের প্রবাহ হ্রাসের কারণে আলোচ্য সময়কালে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ১২,৮৩৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। একই সময়ে, বৈশ্বিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক যথেষ্ট পরিমাণ মেয়াদী ঋণ গ্রহণের কারণে মূলধন ও আর্থিক উভয় হিসাবে উদ্বৃত্ত ঘটে। এ সকল খাতের নীট প্রভাবের ফলাফল থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ২,২২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ৬,৮৭৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত ছিল। ফলে, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কিছুটা হ্রাস পেয়ে ফেব্রুয়ারি শেষে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ৬.৩ মাসের আমদানি ব্যয় মিটানোর জন্য পর্যাপ্ত। এসময়ে মার্কিন ডলারের সাথে টাকার বিনিময় হারও ০.৮৪ শতাংশ অবচিতি ঘটে। দেশীয় শিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং বিশ্বব্যাপী আমদানি শুল্ক হ্রাসের প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশের আমদানি শুল্কহার হ্রাস করার প্রক্রিয়া ২০২১-২২ অর্থবছরেও অব্যাহত রাখা হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের প্রক্রিয়ায় সম্ভাব্য বৈদেশিক অভিঘাত মোকাবিলায় বিভিন্ন দেশের সাথে বহুপাক্ষিক/দিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি সাক্ষরের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

বিশ্ব বাণিজ্য পরিস্থিতি

কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাব কাটিয়ে বিশ্বব্যাপী বৈদেশিক বাণিজ্য ইতিবাচক ধারায় ফিরতে শুরু করলেও, রাশিয়া-ইউক্রেন পরিস্থিতি বিশ্ব বাণিজ্যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এর ফলে একদিকে খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা যেমন বিঘ্নিত হয়েছে, অন্যদিকে রাশিয়ার ওপর পশ্চিমা দেশগুলোর নিষেধাজ্ঞার কারণে বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য স্থবিরতা সৃষ্টি হয়েছে। একই সাথে জালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা মূল্যস্ফীতির চাপও সৃষ্টি করছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের World Economic Outlook, April, 2022 এর পূর্বাভাসে বিশ্ব বাণিজ্য শ্লথ হবে মর্মে আশংকা করা হয়েছে। আউটলুক এপ্রিল ২০২২ অনুযায়ী বিশ্ববাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি ২০২১ সালের ১০.১ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০২২ সালে ৫.০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি এবং ২০২৩ সালে ৪.৪ শতাংশে দাঁড়াতে পারে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহের আমদানি প্রবৃদ্ধি ২০২১ সালের ৯.৫ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০২২ সালে ৬.১ শতাংশ এবং ২০২৩ সালে ৪.৫ শতাংশে দাঁড়াবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। একইভাবে, উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ২০২১ সালের ৮.৬ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০২২ সালে ৫.০ শতাংশ এবং ২০২৩ সালে ৪.৭ শতাংশে দাঁড়াবে মর্মে পূর্বাভাস প্রদান করা হয়েছে।

অন্যদিকে আউটলুক এপ্রিল ২০২২ এর পূর্বাভাস অনুযায়ী, বিকাশমান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহের আমদানি প্রবৃদ্ধি ২০২১ সালের ১১.৮ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০২২ ও ২০২৩ সালে যথাক্রমে ৩.৯ শতাংশ এবং ৪.৮ শতাংশে পৌঁছাতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। একইভাবে, বিকাশমান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ২০২১ সালের ১২.৩ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০২২ ও ২০২৩ সালে যথাক্রমে ৪.১ শতাংশ এবং ৩.৬ শতাংশে পৌঁছাতে পারে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। বিশ্ব বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধির ধারা সারণি ৬.১-এ তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি ৬.১: বিশ্ব বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধির গতিধারা

(শতকরা হারে)

	প্রকৃত		প্রক্ষেপণ	
	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩
বিশ্ববাণিজ্য (পণ্য ও সেবা)	-৭.৯	১০.১	৫.০	৪.৪
আমদানি				
উন্নত অর্থনীতি	-৮.৭	৯.৫	৬.১	৪.৫
বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতি	-৭.৯	১১.৮	৩.৯	৪.৮
রপ্তানি				
উন্নত অর্থনীতি	-৯.১	৮.৬	৫.০	৪.৭
বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতি	-৪.৮	১২.৩	৪.১	৩.৬

উৎসঃ World Economic Outlook, April 2022, IMF

বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য

চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) সময়কালে বাণিজ্য ভারসাম্যে ঘাটতি বৃদ্ধি পেয়ে ২২,৩০৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে, পূর্ববর্তী অর্থবছর একই সময়ে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১২,৩৫৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। রপ্তানি আয় বৃদ্ধির চেয়ে আমদানি ব্যয় বেশি বৃদ্ধি পাওয়ায় মূলতঃ বাণিজ্য ভারসাম্যে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। বাণিজ্য ঘাটতির বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক রেমিট্যান্সের প্রবাহ হ্রাসের কারণে আলোচ্য সময়কালে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ১২,৮৩৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। একই সময়ে, বৈশ্বিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক যথেষ্ট পরিমাণ মেয়াদী ঋণ গ্রহণের কারণে মূলধন ও আর্থিক উভয় হিসাবে উদ্বৃত্ত ঘটে। এ সকল খাতের নীট প্রভাবের ফলাফল থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ২,২২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ৬,৮৭৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত ছিল।

২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে ২০২১-২২ (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) অর্থবছর পর্যন্ত বাণিজ্য হিসাবের ভারসাম্য, রপ্তানি (এফওবি) ও আমদানি (এফওবি) এর গতিধারা লেখচিত্র ৬.১-এ এবং দেশের বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য পরিস্থিতি সারণি ৬.২-এ দেখানো হলো। এছাড়াও চলতি হিসাবের ভারসাম্য, মূলধনী ও আর্থিক হিসাব এবং সার্বিক লেনদেনের ভারসাম্য লেখচিত্র ৬.২-এ দেখানো হলো। উল্লেখ্য, বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যের বিস্তারিত তথ্যাদি পরিশিষ্ট ৫৫ এ দেয়া হলো।

লেখচিত্র: ৬.১: বাণিজ্য ভারসাম্য

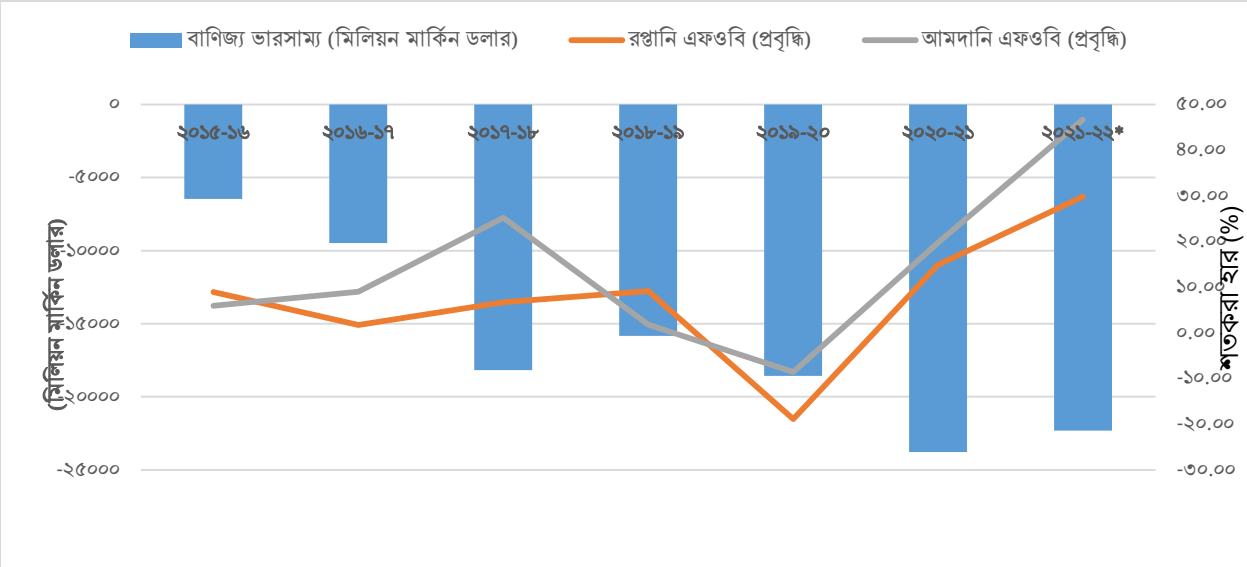

* জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০২২

সারণি ৬.২: বৈদেশিক লেনদেনে ভারসাম্য

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

হিসাব	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২০-২১*	২০২১-২২*
বাণিজ্য ভারসাম্য	**-৬৪৬০**	**-৯৪৭২**	**-১৮১৭৮**	**-১৫৮৩৫**	**-১৮৫৬৯**	**-২৩৭৭৮**	**-১২৩৫৯**	**-২২৩০৬**
রপ্তানি, এফওবি	৩৩৪৪১	৩৪০১৯	৩৬২৮৫	৩৯৬০৪	৩২১২১	৩৬৯০৩	২৪৭০৮	৩২০৭১
আমদানি, এফওবি	৩৯৯০১	৪৩৪৯১	৫৪৪৬৩	৫৫৪৩৯	৫০৬৯০	৬০৬৮১	৩৭০৬৭	৫৪৩৭৭
সেবা খাত	-২৭০৮	-৩২৮৮	-৪২০১	-৩১৭৬	-২৫৭৮	-৩০০২	-১৭৩৮	-২৫০২
প্রাথমিক আয়	-১৯১৫	-১৮৭০	-২৬৪১	-২৩৮২	-৩০৭০	-৩১৭২	-২১৬০	-১৯০৩
তন্মধ্যে সরকারের সুদ পরিশোধ	৩৮২	৩৮৪	৫৯৭	৭৫৮	৯৬০	৯০৯	৬০৫	৬০৫
মাধ্যমিক আয়	১৫৩৪৫	১৩২৯৯	১৫৪৫৩	১৬৯০৩	১৮৭৮২	২৫৩৭৭	১৭০৮২	১৩৮৭৭
তন্মধ্যে রেমিট্যান্স	১৪৭১৭	১২৭৬৯	১৪৯৮২	১৬৪২০	১৮২০৫	২৪৭৭৮	১৬৬৮৭	১৩৪৩৯
চলতি হিসাবে ভারসাম্য	**৪২৬২**	**-১৩৩১**	**-৯৫৬৭**	**-৪৪৯০**	**-৫৪৩৫**	**-৪৫৭৫**	**৮২৫**	**-১২৮৩৪**
মূলধনী হিসাব	৪৬৪	৪০০	৩৩১	২৩৯	২৫৬	২২১	৮৯	১৪৩
আর্থিক হিসাব	৯৪৪	৪২৪৭	৯০১১	৫১৩০	৮৬৫৪	১৩০৯৩	৬৪৭৪	১০৯৩১
তন্মধ্যে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (নীট)	২৫০২	৩০৩৮	৩২৯০	৪৯৪৬	৩২৩৩	৩৩৮৭	২৩৫৩	২৫৩৩
পোর্টফোলিও বিনিয়োগ (নীট)	১৩৯	৪৫৭	৩৪৯	১৭১	৪৪	-২৬৯	-২০৪	-৯২
অন্যান্য বিনিয়োগ (নীট)	-৪৮০	২১৩৭	৬৮৮৪	২৩৩১	৭৩৩৯	১২০০৭	৫৬৩৯	৯৮৬৩
ভুলভ্রান্তি	-৬৩৪	-১৪৭	-৬৩২	-৭০০	-৩০৬	৫৩৫	-৫০৯	-৪৬২
সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য	**৫০৩৬**	**৩১৬৯**	**-৮৫৭**	**১৭৯**	**৩১৬৯**	**৯২৭৪**	**৬৮৭৯**	**-২২২২**

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক, * জুলাই- ফেব্রুয়ারি

লেখচিত্র ৬.২: চলতি হিসাবের ভারসাম্য, মূলধনী ও আর্থিক হিসাব এবং সার্বিক ভারসাম্যের গতিধারা

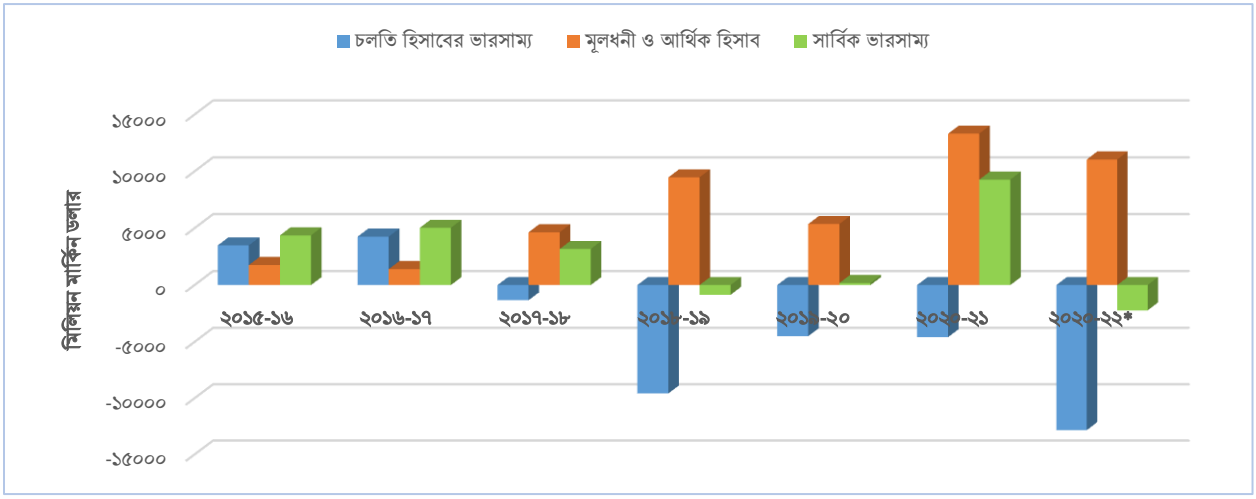

জুলাই-ফেব্রুয়ারি ২০২২

পণ্যভিত্তিক রপ্তানি

২০২০-২১ অর্থবছরে মোট রপ্তানি আয়ের পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১৫.১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮,৭৫৮.৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। ২০২১-২২ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়কালে মোট রপ্তানি আয়ের পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়কালের তুলনায় ৩০.৮৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৩,৪৮৩.৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। এ সময়ে পাটজাত পণ্য ছাড়া প্রায় সকল রপ্তানি পণ্যের ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি ঘটে। এর মধ্যে কৃষিজাত পণ্য (২৬.৭৮%), কাঁচাপাট (৩৭.৭৪%),চামড়া (৩৬.৯৯%), পেট্রোলিয়াম পণ্য (২৬.৬৭%), তৈরি পোশাক (ওভেন) (২৮.২৩%), নীটওয়ার (৩২.৮৬%), রাসায়নিক দ্রব্য (৪৯.৪২%) এবং প্রকৌশল দ্রাব্যাদি (৫৬.১৪%) উল্লেখযোগ্য। ২০১৯-২০ অর্থবছর থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পণ্যভিত্তিক রপ্তানি আয়ের শতকরা অবদান ও রপ্তানি প্রবৃদ্ধি সারণি ৬.৩-এ এবং রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে চলমান ব্যবস্থাসমূহ সংযোজনী ৬.১-এ দেয়া হলো।

সারণি ৬.৩: রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ও রপ্তানি পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস

পণ্য	রপ্তানি আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)				মোট রপ্তানির হার (%)		প্রবৃদ্ধি (%)*
	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২০-২১*	২০২১-২২*	২০২০-২১*	২০২১-২২*	
ক। প্রাথমিক পণ্য	**১৪৪৮**	**১৬৪৩**	**১১০৯**	**১৪০৬**	**৪.২৯**	**৪.১৫**	**২৬.৭৮**
১। কাঁচাপাট	১৩০	১৩৮	১০৬	১৪৬	০.৪১	০.৪৩	৩৭.৭৪
২। চা	৩	৪	৩	২	০.০১	০.০১	-৩৩.৩৩
৩। হিমায়িত খাদ্য	৪৫৬	৪৭৭	৩৩৮	৪০৭	১.৩১	১.২০	২০.৪১
৪। কৃষিজাত পণ্য	৪৭২	৫৩২	৩৫৪	৩৪৮	১.৩৭	১.০৩	-১.৬৯
৫। অন্যান্য প্রাথমিক দ্রব্যসমূহ	৩৮৭	৪৯২	৩০৮	৫০৩	১.১৯	১.৪৯	৬৩.৩১
খ। শিল্পজাত পণ্য	**৩২২২৬**	**৩৭১১৫**	**২৪৭৫৩**	**৩২৪৩৭**	**৯৫.৭১**	**৯৫.৮৪**	**৩১.০৪**
৬। পাটজাত পণ্য	৭৫২	১০২৩	৭৫৭	৬৫৩	২.৯৩	১.৯৩	-১৩.৭৪
৭। চামড়া	৯৮	১১৯	৭৩	১০০	০.২৮	০.৩০	৩৬.৯৯
৮। পেট্রোলিয়াম পণ্য	২৩	২৩	১৫	১৯	০.০৬	০.০৬	২৬.৬৭
৯। তৈরি পোশাক (ওভেন)	১৪০৪১	১৪৪৯৭	৯৬৯১	১২৪২৭	৩৭.৪৭	৩৬.৭২	২৮.২৩
১০। নীটওয়্যার	১৩৯০৮	১৬৯৬০	১১৩৪২	১৫০৬৯	৪৩.৮৬	৪৪.৫৩	৩২.৮৬
১১। রাসায়নিক দ্রব্য	১৯৯	২৮১	১৭২	২৫৭	০.৬৭	০.৭৬	৪৯.৪২
১২। জুতা	২৭৭	৩৪৪	২১৯	২৯০	০.৮৫	০.৮৬	৩২.৪২
১৩।হস্ত শিল্পজাত দ্রব্য	২১	৩৪	২২	৩০	০.০৯	০.০৯	৩৬.৩৬
১৪। প্রকৌশল দ্রব্য	২৯৩	৫২৯	৩৪২	৫৩৪	১.৩২	১.৫৮	৫৬.১৪
১৫। অন্যান্য শিল্প পণ্য	২৬১৪	৩৩০৫	২১২০	৩০৫৮	৮.২০	৯.০৪	৪৪.২৫
মোট রপ্তানি	**৩৩৬৭৪**	**৩৮৭৫৮**	**২৫৮৬২**	**৩৩৮৪৩**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**৩০.৮৬**

উৎসঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, * জুলাই- ফেব্রুয়ারি

দেশভিত্তিক রপ্তানি

চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে বাংলাদেশী পণ্যের প্রধান আমদানিকারক দেশ হিসেবে শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানি। এসময়ে যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানিতে যথাক্রমে ৬,৬৬৫.১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ৪,৯৫৪.৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা দেশের মোট রপ্তানির যথাক্রমে ১৯.৬৯ শতাংশ এবং ১৪.৬৪ শতাংশ। যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানিতে রপ্তানিকৃত প্রধান প্রধান পণ্যসমূহ হলোঃ তৈরি পোশাক, নীটওয়্যার, হিমায়িত চিংড়ি, ক্যাপ, হোম টেক্সটাইল ইত্যাদি। দেশের পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে পরবর্তী অবস্থানে রয়েছে যুক্তরাজ্য (৯.৩২%) ও ফ্রান্স (৪.৯৫%)। ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দেশভিত্তিক রপ্তানি আয়ের তুলনামূলক চিত্র সারণি-৬.৪-এ দেখানো হলো:

সারণি-৬.৪: দেশভিত্তিক রপ্তানি আয়

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	যুক্তরাষ্ট্র	যুক্তরাজ্য	জার্মা(*নি	ফ্রান্স	বেলজিয়াম	ইতালি	নেদারল্যান্ড	কানাডা	জাপান	অন্যান্য	মোট
২০১০-১১	৫১০৭.৫২	৩৪৩৮.৭	২০৬৫.৩৮	১৫৩৭.৯৮	৬৬৬.২৪	৮৬৬.৪২	১১০৭.২৩	৯৯৪.৬৭	৪৩৪.১২	৬৭০৯.৯৬	২২৯২৮.২২
২০১১-১২	৫১০০.৯১	৩৬৮৮.৯৮	২৪৪৪.৫৭	১৩৮০.৩৭	৭৪১.৯৬	৯৭৭.৪১	৬৯১.৩	৯৯৩.৬৭	৬০০.৫৩	৭৬৮২.২	২৪৩০১.৯
২০১২-১৩	৫৪১৯.৬	৩৯৬২.৬	২৭৬৪.৯	১৫১৩.৮৯	৭৩০.৮১	১০৩৬.৬	৭১২.৪৭	১০৯০.০২	৭৫০.২৬	৯০৪৬.২১	২৭০২৭.৩৬
২০১৩-১৪	৫৫৮৩.৬২	৪৭২০.৪৯	২৯১৭.৭৩	১৬৭৭.৬৮	৯৭০.৫৪	১৩৩২.৩৯	৮৫৮.১৩	১০৯৯.৬৩	৮৬২.০৮	১০১৬৪.৩৩	৩০১৮৬.৬২
২০১৪-১৫	৫৭৮৩.৪৩	৪৭০৫.৩৬	৩২০৫.৪৫	১৭৪৩.৫৪	৯৭৫.১৩	১৩৮২.৩৫	৮৪০.৩৪	১০২৯.১৩	৯১৫.২২	১০৬২৮.৯৯	৩১২০৮.৯৪
২০১৫-১৬	৬২২০.৬৫	৪৯৮৮.০৮	৪০১৭.৬	১৮৫২.১৬	১০১৫.৩৩	১৩৯৪.০৪	৮৪৫.৯২	১১১২.৮৮	১০৭৯.৫৫	১১৭৩০.৯৭	৩৪২৫৭.১৮
২০১৬-১৭	৫৮৪৬.৬৪	৫৪৭৫.৭৩	৩৫৬৯.২৬	১৮৯২.৫৫	৯১৮.৮৫	১৪৬২.৯৫	১০৪৫.৬৯	১০৭৯.১৯	১০১২.৯৮	১২৫৪৩.	৩৪৮৪৬.৮৪
২০১৭-১৮	৫৯৮৩.৩১	৫৮৯০.৭২	৩৯৮৯.১২	২০০৪.৯৭	৮৭৭.৯	১৫৫৯.৯২	১২০৫.৩৭	১১১৮.৭২	১১৩১.৯	১২৯০৬.২৪	৩৬৬৬৮.১৭
২০১৮-১৯	৬৮৭৬.২৯	৬১৭৩.১৬	৪১৬১.৩১	২২১৭.৫৬	৯৪৬.৯৩	১৬৪৩.১২	১২৭৮.৬৯	১৩৩৯.৮	১৩৬৫.৭৪	১৪৫৩২.৪৪	৪০৫৩৫.০৪
২০১৯-২০	৫৮৩২.৩৯	৫০৯৯.১৯	৩৪৫৩.৮৮	১৭০৩.৫৮	৭২৩.৪৩	১২৮২.৮১	১০৯৮.৬৮	১০০০.৪৯	১২০০.৭৮	১২২৭৮.৮৬	৩৩৬৭৪.০৯
২০২০-২১	৬৯৭৪.০১	৩৭৫১.২৭	৫৯৫৩.৫১	১৯৬২.১৪	৭০৪.৯৮	১৩০৮.৬২	১২৭৭.৪৪	১১৬৪.০১	১১৮৩.৬৪	১৪৪৭৮.৬৯	৩৮৭৫৮.৩১
২০২১-২২*	৬৬৬৫.১৮	৩১৫৪.৯৪	৪৯৫৪.৭৮	১৬৭৬.৫০	৬০১.৯৫	১০৫৮.৫৮	১১৬৩.৫৬	৯৩৯.২০	৮৯৫.০৩	১২৭৩৩.৭৩	৩৩৮৪৩.৪৫
২০২১-২২* শতকরা হার (%)	১৯.৬৯	৯.৩২	১৪.৬৪	৪.৯৫	১.৭৮	৩.১৩	৩.৪৪	২.৭৮	২.৬৪	৩৭.৬৩	১০০.০০

উৎসঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো। * জুলাই- ফেব্রুয়ারি

আমদানি পরিস্থিতি

গত ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৬৫,৫৯৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১৯.৭৩ শতাংশ বেশি। চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে) আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫৮,৭৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৪৬.৭০ শতাংশ বেশি। ২০২১-২২ অর্থবছরের আমদানিকৃত প্রাথমিক পণ্যসমূহের মধ্যে চালের আমদানি ব্যয় উল্লেখযোগ্যহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে শিল্পজাত পণ্য সমূহের মধ্যে ভোজ্য তৈল ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যসামগ্রীর আমদানি ব্যয় উল্লেখযোগ্যহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সারণি ৬.৫ এ পণ্যভিত্তিক আমদানি পরিস্থিতি দেখানো হলো।

সারণি-৬.৫: পণ্যভিত্তিক আমদানি ব্যয়ের তুলনামূলক পরিস্থিতি

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

দ্রব্যসমূহ	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২০-২১*	২০২১-২২*	প্রবৃদ্ধি (%)*
ক) প্রধান প্রাথমিক দ্রব্যসমূহ	৭২৭০	৫৮৪৬	৬৫৪৮	৯৮৮৯	৬৪২৫	৬৪৪৭	০.৩
চাল	১৬০৫	১১৫	২২	৮৫১	৩৭৭	৪১৫	১০.১
গম	১৪৯৪	১৪৩৭	১৬৫১	১৮৩০	১১৭২	১৫২৭	৩০.৩
তৈলবীজ	৫৭১	৭৯৬	১১৮৩	১৪০৬	৬৯৪	১০৩৫	৪৯.১
অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম	৩৬৫	৪১৬	৭৩১	২৬১৬	২৩৮৯	৫৭৪	-৭৬.০
তুলা	৩২৩৫	৩০৮২	২৯৬১	৩১৮৬	১৭৯৩	২৮৯৬	৬১.৫
খ) প্রধান শিল্পজাত পণ্যসমূহ	১০৮১৮	১২১৮৫	১১১৪৫	১৪১৭৯	৮১১৬	১৪৬৬০	৮০.৬
ভোজ্যতৈল	১৮৬৩	১৬৫৬	১৬১৭	১৯২৬	১০৪৯	১৮৩১	৭৪.৫
পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যসামগ্রী	৩৬৫২	৪৫৬২	৪৬২৭	৬৩৬৯	৩৪৭৬	৪৪০৫	২৬.৭
সার	১০০৬	১৩০১	১০৩৫	১৩৬০	৯৮৯	৩১১৯	২১৫.৪
ক্লিংকার	৭৬৬	৯৯৩	৮৭৯	১০৪৮	৬১৫	৭৫৪	২২.৬
স্টেপলফাইবার	১১৮০	১২২৮	১০৮৬	১০৪০	৬৪৭	১০৪০	৬০.৭
সূতা	২৩৫১	২৪৪৫	১৯০১	২৪৩৬	১৩৪০	৩৫১১	১৬২.০
গ) মূলধনী যন্ত্রসামগ্রী	৫৪৬২	৫৪১৩	৩৫৮১	৩৮২৫	২২২৫	৩৭৭৩	৬৯.৬
ঘ) অন্যান্য পণ্য (ইপিজেডসহ)	৩৫৩১৫	৩৬৪৭১	৩৩৫১১	৩৭৭০২	২৩৩০৩	৩৩৮৯৪	৪৫.৪
সর্বমোট (সিআইএফ)	৫৮৮৬৫	৫৯৯১৫	৫৪৭৮৫	৬৫৫৯৫	৪০০৬৯	৫৮৭৭৪	৪৬.৭
শতকরা পরিবর্তন (%)	২৫.২	১.৮	-৮.৬	১৯.৭	-	৪৬.৭	-

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক। * জুলাই-ফেব্রুয়ারি

দেশভিত্তিক আমদানি

দেশের আমদানি ক্ষেত্রে চীন শীর্ষে রয়েছে। পরবর্তী অবস্থানে রয়েছে ভারত। এ দুটি দেশ থেকে আমদানির পরিমাণ মোট আমদানির ৪০ শতাংশের বেশি। ২০২০-২১ অর্থবছরে চীন থেকে ১৬,৯৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (মোট আমদানির ২৫.৮৮%) এবং ভারত থেকে ১০,৩৩৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের (মোট আমদানির ১৫.৭৫%) পণ্য আমদানি করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দেশের আমদানি ক্ষেত্রে চীন শীর্ষে রয়েছে। এ সময়ে মোট আমদানি ব্যয়ের ২৭.৪৬ শতাংশ চীন থেকে আমদানি করা হয়েছে। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে ভারত (১৭.০৬%), জাপান (৪.০৬%) ও যুক্তরাষ্ট্র (৩.৬৬%)। সারণি ৬.৬-এ দেশভিত্তিক আমদানি পরিস্থিতি দেখানো হলো:

সারণি-৬.৬: দেশভিত্তিক আমদানি ব্যয়

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	ভারত	চীন	সিঙ্গাপুর	জাপান	হংকং	তাইওয়ান	দক্ষিণ কোরিয়া	যুক্তরাষ্ট্র	মালয়েশিয়া	অন্যান্য	মোট
২০১০-১১	৪৫৬৯	৫৯১৮	১২৯৪	১৩০৮	৭৭৭	৭৩১	১১২৪	৬৭৭	১৭৬০	১৫৫০০	৩৩৬৫৮
২০১১-১২	৪৭৪৩	৬৪৪০	১৭১০	১৪৫৫	৭০৩	৭৯২	১৫৪৪	৭০৯	১৪০৬	১৬০১৪	৩৫৫১৬
২০১২-১৩	৪৭৭৭	৬৩২৮	১৪২২	১১৮০	৬১২	৭৩৩	১২৯৬	৫৩৮	১৯০৩	১৫২৯৫	৩৪০৮৪
২০১৩-১৪	৫৯৮৫	৭৫৫০	২৪০৭	১২৯১	৭৬২	৮৯৭	১১৮২	৭৯২	২০৮৪	১৭৭৮২	৪০৭৩২
২০১৪-১৫	৫৫৮৮	১১২৬৮	২৮৯৪	১৮১৬	৮৮১	১০৬০	১৪১৭	৮৮০	১৩৬১	১৩৫৩৯	৪০৭০৪
২০১৫-১৬	৫৭২২	১২৫৮২	১২০৩	২০৭৫	৮২৭	১০০৪	১৪১৭	১১৩৪	১১৮৪	১৫৯৭৪	৪৩১২২
২০১৬-১৭	৬৩৩৬	১৩২৯২	২১১৩	২০৩১	৭২৬	৯৯০	১৪৮৩	১৩৫৮	১০৪০	১৭৬৩৬	৪৭০০৫
২০১৭-১৮	৮৯৪১	১৫৯৩৭	২২৫৫	২৪২২	৬৭৬	১১২৯	১৯০৭	২১৬০	১৩৪২	২২০৯৬	৫৮৮৬৫

অর্থবছর	ভারত	চীন	সিঙ্গাপুর	জাপান	হংকং	তাইওয়ান	দক্ষিণ কোরিয়া	যুক্তরাষ্ট্র	মালয়েশিয়া	অন্যান্য	মোট
২০১৮-১৯	৮২৪২	১৭২৬৫	২২৭৪	২২৫৪	৬১৪	১১৭৫	১৬১৮	২৩৭০	১৫২০	২২৫৮৩	৫৯৯১৫
২০১৯-২০	৬৬৬৩	১৪৩৬০	১৮৮৩	২০৯২	৩৮২	১০৮৪	১৫২৫	২৮৩৯	১৬২৩	২২৩৩৪	৫৪৭৮৫
২০২০-২১	১০৩৩৪	১৬৯৭৪	২৪৩৬	২৪৬৮	২৭৫	৯৭১	১৪৩৬	২৩৯৮	১৮০১	২৬৫০২	৬৫৫৯৫
২০২০-২১*	৬৪২৪	১০৩৮৩	১৪২৯	১৫৫৭	১৮৬	৬০২	৮০৯	১৪০৫	৯৭১	১৬৩০৩	৪০০৬৯
২০২১-২২*	১০০২৬	১৬১৩৯	১৯৪০	২৩৮৬	২২৯	৯৪৩	১৩৪৩	২১৫২	১৬১৪	২২০০২	৫৮৭৭৪
শতকরা হার (%)*	১৭.০৬	২৭.৪৬	৩.৩০	৪.০৬	০.৩৯	১.৬০	২.২৯	৩.৬৬	২.৭৫	৩৭.৪৩	১০০.০০

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড *জুলাই-ফেব্রুয়ারি।

নোট: ২০১৩-১৪ অর্থবছর পর্যন্ত উপাত্তের ভিত্তি ব্যাংকিং রেকর্ড এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে উপাত্তসমূহ ভিত্তি শুল্ক বিভাগের রেকর্ড।

বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি

৩০ জুন, ২০২০ শেষে বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি ছিল ৩৬.০৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা অক্টোবর ২০২০ এ ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছে। গত ২০২০-২১ অর্থবছর শেষে বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি দাঁড়িয়েছে ৪৬.৩৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। সর্বশেষ ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষে বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ৬.৩ মাসের আমদানি ব্যয় মিটানোর জন্য যথেষ্ট। ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে ২০২১-২২ (ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত) বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের স্থিতি ও গতিধারা যথাক্রমে সারণি ৬.৭ এবং লেখচিত্র ৬.৩-এ দেখানো হলো।

সারণি ৬.৭: বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	
২০১০-১১	১০৯১২
২০১১-১২	১০৩৬৪
২০১২-১৩	১৫৩১৫
২০১৩-১৪	২১৫০৮
২০১৪-১৫	২৫০২০
২০১৫-১৬	৩০১৬৮
২০১৬-১৭	৩৩৪৯৩
২০১৭-১৮	৩২৯৪৩
২০১৮-১৯	৩২৭১৭
২০১৯-২০	৩৬০১৬
২০২০-২১	৪৬৩৯১
২০২১-২২*	৪৫৯৮৪

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক, * ফেব্রুয়ারি, ২০২২

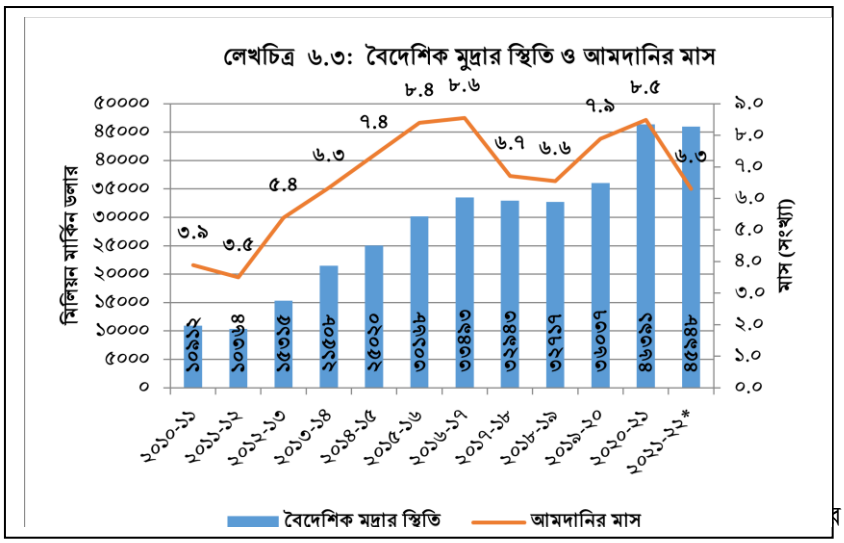

২০২০-২১ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের সাথে টাকার ভারিত গড় বিনিময় হার মাত্র ০.০৩ শতাংশ অবচিতি (depreciation) ঘটে। গত ২০১৯-২০ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের সাথে টাকার ভারিত গড় বিনিময় হার ছিল ৮৪.৭৮ টাকা, যা ২০২০-২১ ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত টাকার ভারিত গড় বিনিময় হার দাঁড়ায় ৮৫.৫১ টাকা। ফলে এসময়ে বিনিময় হারের অবচিতি ঘটে ০.৮৩ শতাংশ। ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ভারিত গড় বিনিময় হার সারণি ৬.৮ এবং লেখচিত্র ৬.৪-এ দেখানো হলো:

সারণি ৬.৮: মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার গড় বিনিময় হার।

অর্থবছর	টাকা-ডলার ভারিত গড় বিনিময় হার
২০১০-১১	৭১.১৭
২০১১-১২	৭৯.১০
২০১২-১৩	৭৯.৯৩
২০১৩-১৪	৭৭.৭২
২০১৪-১৫	৭৭.৬৭
২০১৫-১৬	৭৮.২৬
২০১৬-১৭	৭৯.১২
২০১৭-১৮	৮২.১০
২০১৮-১৯	৮৪.০৩
২০১৯-২০	৮৪.৭৮
২০২০-২১	৮৪.৮১
২০২১-২২*	৮৫.৫১

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক, * জুলাই-ফেব্রুয়ারি

লেখচিত্র ৬.৪: মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার গড় বিনিময় হার

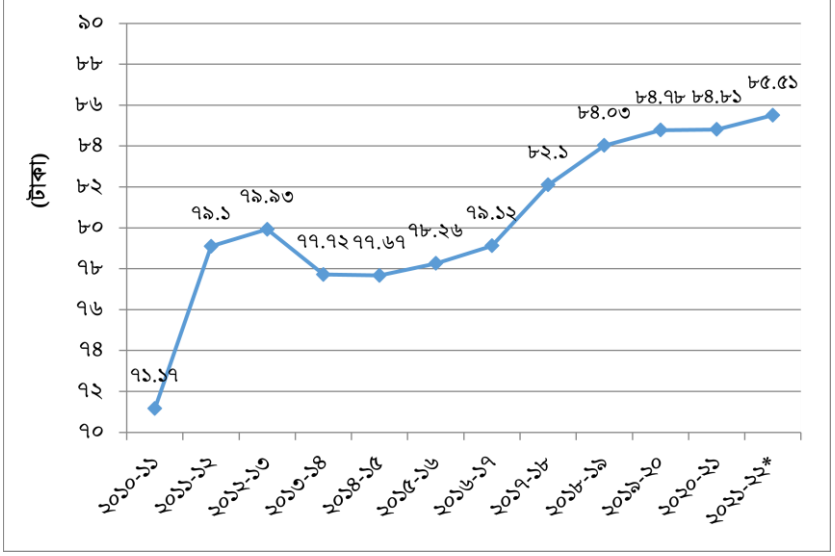

ট্যারিফ ব্যবস্থা (Tariff Regime)

সরকারের আমদানি নীতির সুষম বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টির নিমিত্ত ২০০০-০১ অর্থবছর থেকে বাংলাদেশ মোস্ট ফেভারড নেশন (এম.এফ.এন) ট্যারিফ হার অনুসরণ করে আসছে। নিম্নের সারণিতে ২০০০-০১ অর্থবছর থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত ট্যারিফ কাঠামো উপস্থাপন করা হল:

সারণি ৬.৯: ট্যারিফ কাঠামো।

অর্থবছর	অপারেটিভ ট্যারিফ (%) এর সংখ্যা	সর্বোচ্চ শুল্কহার	অপারেটিভ ট্যারিফ ধাপ
২০০০-০১	০, ৫, ১৫, ২৫, ৩৭.৫	৩৭.৫	৫
২০০১-০২	০,৫,১৫,২৫,৩৭.৫	৩৭.৫	৫
২০০২-০৩	০,৭.৫, ১৫, ২২.৫, ৩২.৫	৩২.৫	৫
২০০৩-০৪	০,৭, ৫,১৫,২২.৫,৩০	৩০	৫
২০০৪-০৫	০,৭, ৫,১৫,২৫	২৫	৪
২০০৫-০৬	০,৭, ৫,১৫,২৫	২৫	৪
২০০৬-০৭	০,৫,১২,২৫	২৫	৪
২০০৭-০৮	০,১০,১৫,২৫	২৫	৪
২০০৮-০৯	০,৩,৭,১২,২৫	২৫	৫
২০০৯-১০	০,৩, ৫, ১২, ২৫	২৫	৫
২০১০-১১	০,৩, ৫, ১২, ২৫	২৫	৫
২০১১-১২	০, ৩, ৫, ১২, ২৫	২৫	৫
২০১২-১৩	০, ৩, ৫, ১২, ২৫	২৫	৫
২০১৩-১৪	০,২, ৫, ১০, ২৫	২৫	৫
২০১৪-১৫	০,২, ৫, ১০, ২৫	২৫	৪
২০১৫-১৬	০,৫, ১০, ২৫	২৫	৪
২০১৬-১৭	০,১,৫,১০,১৫,২৫	২৫	৬
২০১৭-১৮	০,১,৫,১০,১৫,২৫	২৫	৬
২০১৮-১৯	০,১,৫,১০,১৫,২৫	২৫	৬
২০১৯-২০	০, ১, ৫, ১০, ১৫, ২৫	২৫	৬
২০২০-২১	০, ১, ৫, ১০, ১৫, ২৫	২৫	৬
২০২১-২২	০, ১, ৫, ১০, ১৫, ২৫	২৫	৬

উৎসঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

শুল্ক আইনের সিডিউলে বর্ণিত এম.এফ.এন. শুল্ক হারের পাশাপাশি বিভিন্ন সময় গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে পৃথকভাবে শুল্ক আইনের ২০ ধারা অনুসারে প্রয়োগকৃত এম.এফ.এন হারের উপর শুল্ক সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। বর্তমানে এম.এফ.এন ট্যারিফ হারের উপর ৩ প্রকার রেয়াতি শুল্কহার কার্যকর রয়েছে, যথা: (১) বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক/ আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তির আওতায় আমদানি, (২) রপ্তানিমুখী শিল্পসহ নিবন্ধনকৃত শিল্পের জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি এবং (৩) নির্দিষ্ট কাজের জন্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, যেমন: গবাদিপশু ও হাসমুরগী, ঔষধ, চামড়া ও বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাঁচামাল আমদানি। বর্তমানে এম.এফ.এন. শুল্ক হারের পাশাপাশি নিম্নলিখিত পণ্যসমূহের ক্ষেত্রে শুল্ক রেয়াত সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে:

- রপ্তানিকারক শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রাংশ;
- নিবন্ধিত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রাংশ;
- ঔষধ শিল্প কর্তৃক আমদানিকৃত কাঁচামাল;
- টেক্সটাইল শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল;
- কৃষি খাতে ব্যবহৃত উপকরণ;
- কম্পিউটার এবং কম্পিউটারের আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি;
- চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ও চিকিৎসা উপকরণ;
- সংবাদপত্র ও সাময়িকী প্রকাশকগণ কর্তৃক আমদানিকৃত নিউজ প্রিন্ট;

- কৃষি কাজে ব্যবহার্য কীট নাশক প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যবহৃত কাঁচামাল; এবং
- হাঁস-মুরগী খামার কর্তৃক আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও উপকরণ।

ট্যারিফ হ্রাস

দেশীয় শিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং বিশ্বব্যাপী আমদানি শুল্ক হ্রাসের প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশের আমদানি শুল্কহার হ্রাস করার যে প্রক্রিয়া ১৯৯১-৯২ অর্থবছরে শুরু করা হয়েছিল তা ২০২১-২২ সালেও অব্যাহত রাখা হয়েছে। আমদানি শুল্কের অভারিত গড় ছিল ১৯৯১-৯২ অর্থবছরে ৫৭.২২ শতাংশ, যা ২০২১-২২ অর্থ বছরে ১৪.৭৫ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে ৯৯.৫৭ শতাংশ ট্যারিফ লাইনের উপর মূল্যভিত্তিক (advalorem) শুল্ক আরোপ করা হয়। ০.৪৩ শতাংশ ট্যারিফ লাইনের বিপরীতে কিছু সংখ্যক পণ্য যেমন: সিমেন্ট ক্লিংকার, বিটুমিন, সোনা, স্টিল প্রডাক্ট এবং পুরাতন জাহাজের উপর বিভিন্ন হারে স্পেসিফিক শুল্ক বলবৎ রয়েছে। আমদানি শুল্কের পাশাপাশি আমদানিতব্য পণ্যের উপরে মূল্য সংযোজন কর, রেগুলেটরী ডিউটি, সম্পূরক শুল্ক, অগ্রিম আয়কর, অগ্রিম মুল্য সংযোজন কর আরোপিত রয়েছে। ২০০৩-০৪ অর্থবছর হতে ২০২১-২২ অর্থবছরের এম.এফ.এন অভারিত গড় আমদানি শুল্ক হারের উপর সংস্কারের প্রভাব সারণি ৬.১০ এ দেখানো হলো।

সারণি ৬.১০: এম.এফ.এন গড় আমদানি শুল্কহারের উপর সংস্কারের প্রভাব

অর্থবছর	এম.এফ.এন. অভারিত গড় ট্যারিফ (%)
২০০৩-০৪	১৮.৮৫
২০০৪-০৫	১৬.৫৩
২০০৫-০৬	১৬.৩৯
২০০৬-০৭	১৪.৮৭
২০০৭-০৮	১৭.২৬
২০০৮-০৯	১৫.১২
২০০৯-১০	১৪.৯৭
২০১০-১১	১৪.৮৫
২০১১-১২	১৪.৮৩
২০১২-১৩	১৫.১০
২০১৩-১৪	১৪.৪৪
২০১৪-১৫	১৪.৪৪
২০১৫-১৬	১৪.৩৭
২০১৬-১৭	১৪.৬১
২০১৭-১৮	১৪.৫৬
২০১৮-১৯	১৪.৬০
২০১৯-২০	১৪.৭৭
২০২০-২১	১৪.৭৮
২০২১-২২	১৪.৭৫

উৎসঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

বাণিজ্য চুক্তি

ক. দ্বি-পাক্ষিক অগ্রাধিকার মূলক বাণিজ্য চুক্তি/মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (PTA/FTA)

স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের ফলে বাংলাদেশ উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা হারাবে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বিভিন্ন দেশের সাথে বাণিজ্য সম্পর্কে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাংলাদেশের জন্য বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন দেশের সাথে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (PTA), মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। নেপাল ও ইন্দোনেশিয়ার সাথে Preferential Trade Agreement (PTA) স্বাক্ষরের বিষয়ে কাঙ্খিত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইতোমধ্যে মালয়েশিয়া, শ্রীলংকা, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, সিঙ্গাপুর, যুক্তরাষ্ট্র, থাইল্যান্ড, লেবানন, মরক্কো, কানাডা, Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যাচাই করা হয়েছে। Eurasian Economic Union (EAEU) এর সাথে বাংলাদেশের Free Trade Agreement (FTA) স্বাক্ষরের লক্ষ্যে গঠিত Working Group এর প্রথম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব Eurasian Economic Commission এ প্রেরণ করা হয়েছে। অন্যদিকে ইরাক, নাইজেরিয়া, কেনিয়া, সিয়েরালিয়ন, সেনেগাল ও মারিশাস এর সাথে বাংলাদেশের PTA/FTA স্বাক্ষরের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যাচাই করা হচ্ছে।

১. বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি Preferential Trade Agreement (PTA) **স্বাক্ষর:**

স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি দানকারী রাষ্ট্র হলো ভুটান। এ কারণে ভুটান বাংলাদেশের নিকট বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। ২০১০ সাল থেকে বিশেষ ব্যবস্থার আওতায় বাংলাদেশে ভুটানের ১৮টি পণ্য এবং ভুটানে বাংলাদেশের ৯০টি পণ্যকে শুল্কমুক্ত বাণিজ্য সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৯ সালের ১২-১৫ এপ্রিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমন্ত্রণে ভুটানের প্রধানমন্ত্রী H.E. Lyonchhen Dr. Lotay Tshering এর বাংলাদেশ সফরকালে উভয় দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদ্বয় ভুটানকে অতিরিক্ত ১৬টি পণ্য ও বাংলাদেশকে অতিরিক্ত ১০টি পণ্যের শুল্কমুক্ত বাণিজ্য সুবিধা প্রদানে সম্মত হন। শীর্ষ সম্মেলনের

পর ২২-২৩ আগস্ট, ২০১৯ থিম্পুতে বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে Trade Negotiating Committee (TNC) এর প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে আরও কয়েকটি সভার মাধ্যমে উভয় দেশ PTA চুক্তির খসড়া চূড়ান্ত করে যা উভয় দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ৬ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়।

বাংলাদেশ-ভুটান পিটিএ হলো বাংলাদেশের সাথে অন্য কোন দেশের প্রথম দ্বি-পাক্ষিক অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি। বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভুটান থেকে বাংলাদেশ প্রধানত বোল্ডার স্টোন আমদানি করে যা এ দেশের অবকাঠামো নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া ভুটান থেকে বাংলাদেশ ফল, সিমেন্ট শিল্পের কাঁচামাল ও সবজি আমদানি করে। আবার বাংলাদেশ থেকে ভুটানে গার্মেন্টস পণ্য, জুস, প্লাইউড, মেলামাইন সামগ্রী, শুকনা খাবার, পানীয় ও ঔষধ রপ্তানি হয়।

২. ভারতের সাথে Comprechensive Ecomomic Partnership Agreement (CEPA) **সম্পাদন**:

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি ১৯৭২ সালে স্বাক্ষরিত হয় যা কিছুটা সংশোধন/পরিমার্জনের পর ২০১৫ সালে নবায়ন করা হয়েছে। SAFTA ও APTA এর সদস্যদেশ হিসেবে বাংলাদেশ ভারতের বাজারে স্বল্পোন্নত দেশের জন্য প্রদত্ত শুল্কমুক্ত বাণিজ্য সুবিধা পাচ্ছে। ২০১৮ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্য সচিব পর্যায়ে সভায় উভয় দেশের বাণিজ্যের বিভিন্ন বিষয় অর্থাৎ পণ্য, সেবা ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বহুমাত্রিক সহযোগিতার অভিপ্রায়ে একটি Comprechensive Ecomomic Partnership Agreement (CEPA) স্বাক্ষরের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যা পরবর্তীতে ২০১৯ সালের অক্টোবরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরে আলোচিত হয়। সে মোতাবেক যৌথ সম্ভাব্যতা সমীক্ষার জন্য ভারতের প্রস্তাবিত কার্যপরিধি (ToR) পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তাতে উভয় পক্ষ সম্মতি প্রকাশ করে। ভারতের পক্ষে Centrer for Regional Trade (CRT) এবং বাংলাদেশের পক্ষে Bangladesh Foreign Trade Institute নিজ নিজ দেশের পক্ষে সমীক্ষা কার্যক্রম ইতোমধ্যে সম্পাদন করছে। উভয় পক্ষের খসড়া সমীক্ষা প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে গত ২৩-২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ সময়ে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল ভারত সফর করেন। বর্তমানে যৌথ সমীক্ষা প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

খ. আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি

১. দক্ষিণ এশিয়া মুক্ত বাণিজ্য এলাকা চুক্তি (SAFTA)

সার্কভুক্ত দেশসমূহের সমন্বয়ে গঠিত ২০০৬ সালের ১ জুলাই থেকে কার্যকর সাফটার আওতায় সদস্য দেশসমুহের সেনসিটিভ লিস্ট এবং ট্যারিফ হ্রাসকরণ অব্যাহত আছে। সদস্যদেশসমূহ তাদের সেনসিটিভ লিস্ট দ্বিতীয় পর্যায়ে ২০ শতাংশ হ্রাস করেছে, যা ০১ জানুয়ারি, ২০১২ থেকে কার্যকর হয়েছে। এছাড়া, ভারত বাংলাদেশসহ সার্কভুক্ত স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে ২৫টি পণ্য ছাড়া বাকি সব পণ্যে শুল্কমুক্ত প্রবেশের সুবিধা প্রদান করেছে। ফলে ভারতসহ সার্কভুক্ত দেশসমূহে বাংলাদেশের রপ্তানি বৃদ্ধিসহ বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস পাবে। উল্লেখ্য, বর্তমানে বাংলাদেশের সেনসিটিভ লিস্টে ডব্লিউসিও এর এইচএসকোড-২০১২ অনুসারে পণ্যের সংখ্যা স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য ১,০২২টি এবং অ-স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য ১,০৩৩টি। গত ৪ জুলাই, ২০১৫ তে পাকিস্তানের ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত সাফটার কমিটি অব এক্সপার্ট (সিওই) এর বিশেষ সভায় ২০২০ সালের মধ্যে সেনসিটিভ লিস্ট এ পণ্য সংখ্যা ১০০টিতে নামিয়ে আনার জন্য পাকিস্তান, ভারত, ভূটান ও মালদ্বীপের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আফগানিস্তান পণ্য সংখ্যা ২০৩০ সালের মধ্যে ২৩৫টি-এ নামিয়ে আনার প্রস্তাব করেছে। বর্তমানে ট্রেড লিবারেলাইজেশন প্রোগ্রাম ফেজ-৩ এর আওতায় উল্লেখ্যযোগ্য হারে পণ্য সংখ্যা হ্রাস করার কার্যক্রম সদস্য দেশসমূহের মধ্যে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উল্লেখ্য, সাফটার আওতায় বাণিজ্যে ভারতের পরে বাংলাদেশ দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানিকারক দেশের অবস্থানে রয়েছে। সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে প্যারা-ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফ ব্যারিয়ার্স বা অশুল্ক বাধাসমূহ দূরীকরণের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক দেশ নোটিফিকেশন প্রদান করেছে। ভবিষ্যতে নেগোশিয়েনর মাধ্যমে বাধাসমূহ দূর করা সম্ভব হলে এবং ফেজ-৩ বাস্তবায়িত হলে এ অঞ্চলের বাণিজ্য আরোও গতিশীল হবে।

২. সার্ক এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড ইন সার্ভিসেস (SATIS)

২৯ এপ্রিল, ২০১০ তারিখে ভূটানের থিম্পুতে অনুষ্ঠিত ১৬তম সার্ক সামিটে সার্ক সদস্য দেশসমূহ কর্তৃক সার্ক এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড ইন সার্ভিসেস (SATIS) স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশসহ সদস্য দেশসমূহ এ চুক্তির আওতায় ইতোমধ্যে প্রাথমিক অফার লিস্ট ও রিকোয়েস্ট লিস্ট বিনিময় করেছে। বাংলাদেশ SATIS এর সদস্য দেশসমূহের নিকট ১০টি সার্ভিস সেক্টর

উন্মুক্ত করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে এবং ২টি সার্ভিস সেক্টরে অফার দিয়েছে (টেলিকম ও ট্যুরিজম)। তাছাড়া এ সংক্রান্ত সিডিউল অব কমিটমেন্টস ইতোমধ্যে দাখিল করেছে। সদস্য দেশসমূহের সিডিউল অব কমিটমেন্টস চুড়ান্ত করার লক্ষ্যে নেগোসিয়েশন অব্যাহত আছে। চুক্তিটি বাস্তবায়িত হলে সেবা খাতে বাংলাদেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধিসহ এ খাতে বাংলাদেশের বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে। সর্বশেষ ৫ জুলাই, ২০১৫ তে পাকিস্তানের ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত SATIS-এর ১১তম এক্সপার্ট গ্রুপ এর সভার তথ্যানুসারে আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও ভূটান তাদের প্রাথমিক অফারের তালিকা প্রণয়ন করেছে। সর্বশেষ তথ্যানুসারে পাকিস্তান ব্যতিত সকল সদস্যভুক্ত দেশ তাদের প্রাথমিক সিডিউল অব কমিটমেন্টস সার্ক সচিবালয়ে প্রেরণ করেছে। চুক্তিটি বাস্তবায়ন হলে দেশের সেবা খাতের বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে।

৩. বে অফ বেঙ্গল ইনিসিয়েটিভ ফর মাল্টি-সেক্টরাল টেকনিক্যাল এন্ড ইকনমিক কো-অপারেশন (BIMSTEC)

বে অব বেঙ্গাল ইনিসিয়েটিভ ফর মাল্টি-সেক্টরাল টেকনিক্যাল এন্ড ইকনমিক কো-অপারেশন (BIMSTEC) বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার, শ্রীংলকা, থাইল্যান্ড, নেপাল এবং ভুটানের সমন্বয়ে গঠিত একটি আঞ্চলিক সংগঠন। এ জোটের আওতায় বিমসটেক এফটিএ গঠনের লক্ষ্যে ফেব্রয়ারি ২০০৪-এ একটি ফেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষরিত হয়। এ ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তিতে (১) পণ্য বাণিজ্য, (২) সেবা খাতের বাণিজ্য এবং (৩) বিনিয়োগ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। পণ্য বাণিজ্য চুক্তিটি প্রায় চুড়ান্ত হলেও সেবা খাতে বাণিজ্য এবং বিনিয়োগের উপর বর্তমানে আলোচনা চলছে। এই চুক্তির অধীনে (১) Agreement on Trade in Goods, (২) Agreement on Trade in Services, (৩) Agreement on Trade in Investment (৪) Agreement on Cooperation and Mutual Assistance in Customs Matters, (৫) Protocol to Amend the Framework Agreement on the BIMSTEC Free Trade Area (৬) Agreement on Dispute Setlement Procedures and Mechanism ইত্যাদি চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে ট্রেড নেগোসিয়েটিং কমিটি গঠন করা হয়। ২১তম BIMSTEC Trade Negotiating Committee (TNC) সভা ১৮-১৯ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় (i) Agreement on Trade in Goods, (ii) Agreement on Cooperation and Mutual Assistance in Customs Matters এবং (iii) Agreement on Dispute Settlement Procedures and Mechanisms বিষয়গুলো চূড়ান্ত করা হয়। তাছাড়া, গত ১০-১১ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে BIMSTEC Working Group on Rules of Origin বিষয়ে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল সভায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

৪. এশিয়া-প্যাসিফিক ট্রেড এগ্রিমেন্ট (APTA)

ইউএনএসকাপ-এর উদ্যোগে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের সাতটি দেশ যথা: বাংলাদেশ, ভারত , লাওস, দক্ষিণ কোরিয়া, শ্রীলংকা, ফিলিপাইনস এবং থাইল্যান্ড মিলিত হয়ে ১৯৭৫ সালে ব্যাংকক চুক্তি (Bankok Agreement) স্বাক্ষর করে। APTA ভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক শুল্ক সুবিধা বিনিময়ের মাধ্যমে আন্ত:আঞ্চলিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ এ চুক্তির মূল উদ্দেশ্য। উল্লিখিত সাতটি দেশের মধ্যে ফিলিপাইনস এবং থাইল্যান্ড অদ্যাবধি চুক্তিটি অনুসমর্থন করেনি। তবে, ২০০১ সালে চীন এই চুক্তিতে যোগদান করার ফলে চুক্তিটি নতুন গতি লাভ করে। চীনের যোগদানের পর তৃতীয় দফা নেগোসিয়েশন শুরু হয় এবং চুক্তির নাম পরিবর্তন করে Aisa Pacific Trade Agreement (APTA) নামকরণ করা হয়। এইসব নেগোসিয়েশনে সদস্য দেশসমূহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পণ্যের উপর শুল্ক সুবিধা বিনিময় করেছে। ১ জানুয়ারি ২০২১ সালে মঙ্গোলিয়া APTA-তে যোগদান করে। বাংলাদেশ কর্তৃক আপটা দেশগুলোকে ৫৯৮টি পণ্যে ১০ থেকে ৭০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক ছাড় (মার্জিন অব প্রেফারেন্স) সুবিধা এবং স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে আরো ৪টি পণ্যে ২০ থেকে ৫০ শতাংশ ছাড় দেয়া হয়। বাংলাদেশ APTA ভুক্ত দেশসমূহের ২৮ শতাংশ ট্যারিফ লাইনে ৩৩ শতাংশ শুল্ক সুবিধা ছাড় পাবে। গত ১ জুলাই ২০২০ তারিখে চীন বাংলাদেশের ৮,২৫৬টি পণ্য শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা প্রদান করেছে।

৫. ওআইসিভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিক বাণিজ্য চুক্তি (TPS-OIC)

ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (OIC) সদস্যভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে অগ্রাধিকারভিত্তিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত Framework Agreement on Trade Preferential System among the Member States of the OIC (TPS-OIC) এর আওতায় বাংলাদেশ ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখে এ সংক্রান্ত Rules of Origin স্বাক্ষর করে এবং ২৩ জুন ২০১১ তারিখে তা অনুসমর্থন করে। এ চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে ৪৭৬টি পণ্যের

একটি offer list ইতোমধ্যে OIC সদর দপ্তরে প্রেরণ করেছে। 37th COMCEC Ministerial Conference-এ ১ জুলাই ২০২২ হতে TPS-OIC বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। TPS-OIC কার্যকর হলে বর্তমানে স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ Rules of Origin-এর ৩০ শতাংশ মূল্য সংযোজন সুবিধা কাজে লাগিয়ে অন্যান্য সদস্য দেশে রপ্তানি বৃদ্ধিতে সমর্থ হবে।

৬. উন্নয়নশীল আটটি দেশের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিক বাণিজ্য চুক্তি (D-8 PTA)

১৯৯৭ সালের ১৫ জুন তুরস্কের ইস্তাম্বুলে ও আইসিভুক্ত আটটি উন্নয়নশীল দেশের সরকার প্রধানগণ মিলিত হয়ে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি জোট গঠন করে। বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, ইরান, মালয়েশিয়া, তুরস্ক, মিশর ও নাইজেরিয়া এর সমন্বয়ে জোটটি গঠিত হয় যা সংক্ষেপে Developing-8 (D-8) নামে পরিচিত। ১৩ মে ২০০৬ তারিখে ডি-৮ ভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে D-8 Preferential Trade Agreement (D-8 PTA) স্বাক্ষরিত হয় এবং তুরস্ক, মালয়েশিয়া, ইরান, নাইজেরিয়া এ চারটি দেশ অনুসমর্থন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করায় ২৫ আগস্ট ২০১১ তারিখে তা কার্যকর হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২৮ মার্চ ২০০৮ তারিখে Rules of Origin স্বাক্ষরিত হয়। ১৭ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ ৪০ শতাংশ মূল্য সংযোজন শর্ত গ্রহণপূর্বক চুক্তিটি অনুসমর্থন করেছে। এ চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ ৩৫০টি পণ্যের একটি offer list ইতোমধ্যে প্রেরণ করেছে। এর ফলে বাংলাদেশ অনুসমর্থনকারী সকল দেশে প্রাধিকার মূলক শুল্ক সুবিধায় পণ্য রপ্তানি করতে পারবে। উল্লেখ্য, ডি-৮ এর দশম শীর্ষসম্মেলন এপ্রিল ২০২১ এ ভার্চুয়ালি ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ডব্লিউটিও এবং বাংলাদেশ

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ডব্লিউটিও সেল বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) সংক্রান্ত সকল প্রকার কার্যক্রম পরিচালনা করে। বাংলাদেশ বিশ্ব-বাণিজ্য সংস্থার প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য। বহুপাক্ষিক বাণিজ্যিক ব্যবস্থার সুবিধা যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও বাণিজ্য সহজীকরণে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ডব্লিউটিও সেল নিয়মিত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে যাচ্ছে। ডব্লিউটিও সেল কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য কতিপয় কার্যক্রম সংক্ষেপে নিম্নে তুলে ধরা হলো:

- ডব্লিউটিও একটি বৈষম্যহীন রুল-বেইজড সংস্থা। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট এগ্রিমেন্ট ও বিধি-বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে, যাতে সহজে ও সুষ্ঠুভাবে দ্রুততম সময়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। এ সকল বিধি- বিধান একদিকে প্রচুর সুযোগ সৃষ্টি করেছে, অন্যদিকে প্রতিটি সদস্য দেশের জন্য দায়-দায়িত্বও তৈরি করেছে। এ সকল বিষয়ের সঙ্গে সরকারি ও বেসরকারি খাতের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা জড়িত। তাদেরকে ডব্লিউটিও সিস্টেমের সুযোগ-সুবিধা ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করা, বিভিন্ন ইস্যুতে মতামত প্রদান করা এবং ডব্লিউটিও এর বিধি-বিধান সম্পর্কে সচেতন করার কার্যক্রম ডব্লিউটিও সেল চলমান রেখেছে।
- ডব্লিউটিওর বিভিন্ন বিষয়ে জনসচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে টেকনিক্যাল এসিসট্যান্স প্রোগ্রামের আওতায় ডব্লিউটিও সেল প্রতি বছর এক বা একাধিক ওয়ার্কশপ/প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করে থাকে। ইতোমধ্যে ট্রিপস (TRIPS), এসপিএস (SPS), টিবিটি (TBT) নোটিফিকেশন, ট্রেড ইন সার্ভিসেস, নন-এগ্রিকালচার মার্কেট একসেস (নামা) বিষয়ে একাধিক ওয়ার্কশপ/ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া, উন্নয়নশীল দেশে উন্নতি (LDC Graduation) পরবর্তী আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের উপর প্রভাব ও অন্যান্য চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলার জন্য ডব্লিউটিও কাজ করছে।
- দ্বাদশ মিনিষ্ট্রিয়াল কনফারেন্সের বিভিন্ন বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান নির্ধারণের জন্য অংশীজনদের নিয়ে একাধিক সভা করা হয়। দ্বাদশ মিনিষ্ট্রিয়াল কনফারেন্সের সম্ভাব্য আলোচ্য বিষয় এবং বিভিন্ন দেশ ও গ্রুপের বিভিন্ন প্রস্তাবনার বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান নির্ধারণ করা হয় এবং এই অবস্থানসমূহ জেনেভাস্থ বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের মাধ্যমে ডব্লিউটিও সচিবালয়ে অবহিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে দ্বাদশ মিনিষ্ট্রিয়াল কনফারেন্স স্থগিত করা হয়েছে।
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার গৃহীত সিদ্ধান্তের ফলে যুক্তরাষ্ট্র ব্যতিত সকল উন্নত দেশ বাংলাদেশসহ সকল স্বল্পোন্নত দেশকে জিএসপি সুবিধা প্রদান করছে। এ সুবিধার আওতায় উন্নত দেশসমূহে বাংলাদেশ হতে প্রায় সকল পণ্য শুল্কমুক্ত এবং কোটামুক্ত বাজার সুবিধা লাভ করে

থাকে। ইইউভুক্ত সকল দেশ হতে এভরিথিং বাট আর্মস (ইবিএ) স্কীম এর আওতায় বাংলাদেশী সকল পণ্যের (অস্ত্র ও গোলাবারুদ ব্যতীত) শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা আদায় করা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া, নরওয়ে, সুইজারল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড হতে জিএসপি' র আওতায় অস্ত্র ও গোলাবারুদ ব্যতীত সকল পণ্যে; চিলি হতে জিএসপি'র আওতায় গম, গমের আটা ও চিনি ব্যতীত সকল পণ্যে; তুরস্ক হতে জিএসপি'র আওতায় গার্মেন্টস, অস্ত্র ও গোলাবারুদ ব্যতীত সকল পণ্যে; জাপান হতে জিএসপি'র আওতায় অস্ত্র ও গোলাবারুদসহ ও স্বল্প সংখ্যক পণ্য ব্যতীত প্রায় সকল পণ্যে; রাশিয়া, বেলারুশ, কাজাখস্তান, কিরগিজিস্তান ও আর্মেনিয়া হতে জিএসপি'র আওতায় ৭১টি পণ্যে; থাইল্যান্ড হতে WTO Agreement এর অধীনে ৬,৯৯৮টি পণ্যে ও BIMSTEC এর অধীনে ২২৯টি পণ্যে; দক্ষিণ কোরিয়া হতে 'Preferential Tariff for Least Developed Countries' এর আওতায় ৪,৮০২টি পণ্যে; ভারত হতে SAFTA এর আওতায় টোবাকো ও ড্রাগ (Alcohol) ব্যতীত সকল পণ্যে; চীন হতে 'Duty Free Treatment Granted by China' এর আওতায় নতুন করে প্রায় ৮,২৫৬টি পণ্যে, মালয়েশিয়া হতে জিএসপি'র আওতায় ৫২৫টি পণ্যে; এবং কানাডা হতে General Preferential Tariff (GPT) এর আওতায় পোলট্রি, ডেইরী, ডিম, অস্ত্র ও গোলাবারুদ ব্যতীত সকল পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নতী পরবর্তী তিন বছর শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদান করবে।

- ঔষধের মেধাস্বত্ব সংক্রান্ত অব্যাহতির মেয়াদ ২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর শেষ হবার কথা ছিল। বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশসমূহের সফল নেগোসিয়েশনের কারণে ঔষধের ক্ষেত্রে মেধাসত্ব সংক্রান্ত অব্যাহতির মেয়াদ ১ জানুয়ারি ২০৩৩ সাল এর পূর্ব পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের ঔষধ শিল্পের বিকাশ অব্যাহত থাকবে এবং ঔষধ রপ্তানিতে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। পাশাপাশি দরিদ্র জনগণের জন্য সুলভ মূল্যে ঔষধ প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে। তাছাড়া, স্বল্পোন্নত দেশের কৃষি পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বাজার সম্প্রসারণ, পণ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিবহনে ২০৩০ সাল পর্যন্ত ভর্তুকি প্রদান অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

সংযোজনী

সংযোজনী ৬.১

রপ্তানি উন্নয়নে চলমান কতিপয় পদক্ষেপ

- **নগদ সহায়তা প্রদানঃ** দেশের রপ্তানি বৃদ্ধি এবং পণ্য রপ্তানিতে রপ্তানিকারকগণকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে এবং নতুন নতুন পণ্যে এ সুবিধা সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। ফলে কৃষিজাত পণ্য ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, হিমায়িত চিংড়ি, আলু, হস্তশিল্পজাত পণ্য, পাটজাত পণ্য, চামড়াজাত পণ্য, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যসহ বিভিন্ন পণ্যের রপ্তানি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে ৪৩টি পণ্য ও সেবা খাতে ২ শতাংশ হতে ২০ শতাংশ পর্যন্ত নগদ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।
- **রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণঃ** রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণে বর্তমান সরকার নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ হচ্ছে সম্ভাবনাময় পণ্যসমূহকে 'সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাত' ও 'বিশেষ উন্নয়নমূলক খাত' হিসেবে চিহ্নিতকরণ, 'বর্ষ-পণ্য' ঘোষণা এবং এ সকল পণ্যের বাজার সম্প্রসারণে নিবিড়ভাবে কাজ করা ও বিশেষ সুবিধাদি দেয়া। 'পাদুকাসহ চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য' কে বর্ষপণ্য ২০১৭, 'কাঁচামালসহ ঔষধ'কে বর্ষপণ্য- ২০১৮, 'কৃষি ও কৃষি প্রক্রিয়াজত পণ্য' কে বর্ষপণ্য-২০১৯, লাইট ইন্জিনিয়ারিং পণ্যকে বর্ষপণ্য-২০২০ এবং 'আইসিটি পণ্য ও সেবা'কে বর্ষপণ্য-২০২২ ঘোষণা করা হয়েছে। সেই সাথে এসব খাতের উন্নয়নে আর্থিক প্রণোদনাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া, খাতভিত্তিক রপ্তানি উৎসাহিতকরণে সংশ্লিষ্ট খাতে স্বতন্ত্র নীতি প্রণয়ন করা হচ্ছে। এ ধারাবাহিকতায় 'জাতীয় এপিআই (Active Pharmaceutical Ingredients) ও ল্যাবরেটরি বিকারক (Laboratory Reagent) উৎপাদন ও রপ্তানি নীতি, 'স্বর্ণ নীতিমালা-২০১৮ (সংশোধিত)-২০২১,স্বর্ণ পরিশোধনাগার (Gold Refinary) স্থাপন ও পরিচালন পদ্ধতি প্রণয়ন এবং কৃষি ও কৃষি প্রক্রিয়াজাত খাতে 'পথনকশা' প্রণীত হয়েছে। সরকারের এ সকল কার্যকরী পদক্ষেপের কারণে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের আওতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- **Active Pharmaceutical Ingredient:** স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে ডব্লিউটিও TRIPS চুক্তির অধীন ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্যে ৩১ ডিসেম্বর ২০৩২ পর্যন্ত পেটেন্ট ওয়েভার দেওয়ায় পেটেন্ট ওয়েভার সুবিধা কাজে লাগিয়ে ঔষধ রপ্তানিতে বাংলাদেশের প্রভূত উন্নতি লাভ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের নিজস্ব এপিআই (Active Pharmaceutical Ingredient) না থাকায় ঔষধ উৎপাদনে ব্যবহৃত এপিআই এর প্রায় ৯৫% আমদানি করতে হয়। আমদানি নির্ভর কাঁচামালের উপর ভিত্তি করে আমাদের ঔষধ শিল্প টেকসই হবে না। অন্যদিকে, ওয়েভার সুবিধার পরিসমাপ্তিতে ঔষধের মূল্য বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্য দেশীয়ভাবে ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদন করা আবশ্যক। এছাড়া, যে সকল উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশকে নিজ দেশে পেটেন্টেড ঔষধের মলিকুল (এপিআই) তৈরিতে রাইট হোল্ডারকে রেমুনারেশন দিতে হয়, তারা ট্রিপস্ ওয়েভার সুবিধা নেওয়ার জন্য বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হবে। এ প্রেক্ষাপটে এপিআই খাতে টেকসই শিল্পায়নের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, রপ্তানি বহুমুখিকরণ এবং দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে ব্যবসা ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃজনের নিমিত্ত বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক "জাতীয় এপিআই ও ল্যাবরেটরি বিকারক উৎপাদন ও রপ্তানি নীতি" প্রণীত ও প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে নীতিটি বাস্তবায়নে কার্যক্রম গৃহীত হচ্ছে।
- **রপ্তানি বাজার বহুমুখীকরণঃ** পণ্য বহুমুখীকরণের পাশাপাশি বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হচ্ছে। এছাড়া নতুন নতুন বাজার অন্বেষণের লক্ষ্যে মরক্কো, মিশর, তিউনিশিয়া, আলজেরিয়া, রাশিয়াসহ সিআইএসভুক্ত বিভিন্ন দেশ, ব্রাজিল, চিলি, কলম্বিয়া প্রভৃতি দেশে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির সমন্বয়ে বাণিজ্যিক মিশন প্রেরণ অব্যাহত রয়েছে।
- **বাণিজ্যিক উইং স্থাপনঃ** বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ডের মাধ্যমে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনে বাণিজ্যিক উইং এর রপ্তানি প্রসারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া, যে সকল মিশনে বাণিজ্যিক উইং নাই সেখানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তাকে বাণিজ্যিক বিষয়াবলি দেখাশুনার দায়িত্ব প্রদানের অনুরোধ জানানোসহ সার্বিক কার্যক্রম নিয়মিত পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে। বর্তমানে রপ্তানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণে ২০টি দেশে মোট ২৩টি কমার্শিয়াল উইং কাজ করছে।

সংযোজনী ৬.২

২০২১-২২ অর্থবছরে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নীতির ক্ষেত্রে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সারসংক্ষেপ

বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন ব্যবস্থা সহজীকরণের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০২১-২২ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত) বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনসমূহ ছিল নিম্নরূপঃ

- **বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত স্বর্ণ পরিশোধনাগার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৪৭ এর আওতায় প্রাধিকারযোগ্য আমদানিকারক হিসেবে অনুমতি ইস্যু:** বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ০২ জুন, ২০২১ তারিখের জারিকৃত স্বর্ণ নীতিমালা (Gold Policy)-২০১৮ (সংশোধিত)-২০২১ এর ৩.২ক অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুযায়ী বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমতি প্রাপ্ত স্বর্ণ পরিশোধনাগার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অপরিশোধিত স্বর্ণ আকরিক/আংশিক পরিশোধিত স্বর্ণ আমদানির লক্ষ্যে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৪৭ এর ৮ ধারার আওতায় অনুমোদনযোগ্য আমদানিকারক হিসেবে অনুমতি ইস্যুর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
- **রপ্তানি বাণিজ্য লেনদেন, উপযুক্ত সুরক্ষা:** রপ্তানি বাণিজ্য লেনদেনে সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে অনুমোদিত ডিলারগণ বিদেশে প্রতিসঙ্গী ব্যাংক বা শাখার সাথে হিসাব সংক্রান্ত সম্পর্ক স্থাপন, গ্রাহক নির্বাচনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণপূর্বক আন্তঃদেশীয় লেনদেনের ক্ষেত্রে GFET-2018 (Vol-1), AML/CFT নীতিমালাসহ প্রযোজ্য অন্যান্য নীতিমালা অনুসরণ করবে। অধিকন্তু, আন্তঃসীমান্ত লেনদেনের ক্ষেত্রে যে ঝুঁকি থাকে তার প্রেক্ষিতে অন্যান্য নীতিমালা অনুসরণ করা হবে।
- **Green Transformation Fund গঠন:** Green Transformation Fund (GTF) কর্মসূচীর অধীনে গ্রাহক-ঋণ গ্রহীতাদের সুবিধা ব্যাপকহারে বৃদ্ধির নিমিত্ত ১৪/০১/২০১৬ তারিখের এফই সার্কুলার নং ০২ এর অনুচ্ছেদ ৩ (এ) এবং ৩ (বি)-এ প্রদত্ত শর্তগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের আবেদনের প্রেক্ষিতে শিথিল করা হয়েছে।
- **রপ্তানি ভর্তুকি/নগদ সহায়তার আবেদন দাখিল:** কোভিড-১৯ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থবছরে দাখিলযোগ্য রপ্তানি ভর্তুকি/নগদ সহায়তার যেসব আবেদন নির্ধারিত সময়ে রপ্তানিকারক কর্তৃক দাখিল করা সম্ভব হয়নি এ সার্কুলার জারির ৪৫ দিনের মধ্যে সেসব আবেদন দাখিল করা যাবে।
- **পাটজাত পণ্য রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানি ভর্তুকির আবেদনের সাথে রপ্তানিকারক এসোসিয়েশনের ইস্যুকৃত প্রত্যয়ন সনদ দাখিল:** সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অগ্রিম রপ্তানিমূল্য প্রত্যাবাসন ব্যবস্থায় পাটজাত পণ্য রপ্তানির বিপরীতে ভর্তুকির আবেদন দাখিলের ক্ষেত্র ছাড়াও প্রচলিত ব্যবস্থায় রপ্তানিমূল্য প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে পাটজাত পণ্য রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানি ভর্তুকির আবেদনের সাথে বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স এসোসিয়েশন (বিজেএসএ) ও বাংলাদেশ জুট মিলস এসোসিয়েশন (বিজেএমএ) এর স্ব স্ব সদস্যদের অনুকূলে ইস্যুকৃত প্রত্যয়ন সনদ (এফই সার্কুলার নম্বর ১২/২০১১ অনুসারে) দাখিল করতে হবে।
- **২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য রপ্তানি ভর্তুকি/নগদ সহায়তা:** দেশের রপ্তানি বাণিজ্য উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকার চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে ০১ জুলাই, ২০২১ থেকে ৩০ জুন, ২০২২ তারিখ পর্যন্ত জাহাজীকৃত সংশ্লিষ্ট পণ্য রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানি ভর্তুকি/নগদ সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।
- **রপ্তানি দলিলাদি রপ্তানিকারক কর্তৃক সরাসরি প্রেরণ:** রপ্তানি বাণিজ্যে প্রচলিত চর্চার সমন্বয় করার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, এডি ব্যাংকসমূহ রপ্তানিকারকদের কতিপয় নির্দেশনা মেনে চলা সাপেক্ষে সুরক্ষিত মিডিয়ার মাধ্যমে সরাসরি আমদানিকারক বা তাদের এজেন্টদের কাছে বিদেশে রপ্তানির দলিলাদি প্রেরণের অনুমতি দিতে পারবে।
- **অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের (OPGSP) মাধ্যমে রপ্তানি আয় প্রত্যাবাসন:** সেবা রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানিমূল্য প্রত্যাবাসনে আরও গতিশীলতা আনয়নে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে এডি ব্যাংকসমূহ তাদের রপ্তানিকারক-গ্রাহকদের অনুকূলে আন্তর্জাতিক বাজারের প্ল্যাটফর্মগুলির সাথে মার্চেন্ট অ্যাকাউন্টের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাগুলিতে প্রবেশের অনুমতি দিতে পারে। এই ধরনের অ্যাকাউন্টগুলো ছাড়াও, সেবাদাতা রপ্তানিকারকরা লাইসেন্সপ্রাপ্ত OPGSPs-এ সীমাবদ্ধ না রেখে, আন্তর্জাতিকভাবে স্বনামধন্য payment service aggregators, পেমেন্ট সুবিধাপ্রদানকারী, ডিজিটাল ওয়ালেট বা সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ দ্বারা লাইসেন্সপ্রাপ্ত অন্যান্য বৈধ পেমেন্ট সিস্টেমের সাথে ধারণাগত অ্যাকাউন্টগুলি বজায় রাখতে পারে। তদনুসারে, এডিগুলো কতিপয় নির্দেশাবলী মেনে চলার সাপেক্ষে আন্তর্জাতিক বাজারের স্থান/প্ল্যাটফর্মগুলি দ্বারা তাদের নস্ট্রো অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে রপ্তানিমূল্য প্রত্যাবাসন সহজতর করবে।

- **বিশেষায়িত অঞ্চল (বেজা, বেপজা ও হাইটেক পার্ক) এ অবস্থিত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে রপ্তানি প্রণোদনা প্রদান:** সরকার দেশের রপ্তানি বাণিজ্যকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিশেষায়িত অঞ্চল (বেজা, বেপজা ও হাইটেক পার্ক) এ অবস্থিত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে রপ্তানি প্রণোদনা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এ সুবিধা ২০২১-২২ অর্থবছরে জাহাজীকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।
- **দেশে উৎপাদিত চা, বাইসাইকেল ও এর পার্টস, MS Steel Products ও সিমেন্ট শিট রপ্তানিতে রপ্তানি প্রণোদনা প্রদান:** সরকার দেশের রপ্তানি বাণিজ্যকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে দেশে উৎপাদিত চা, বাইসাইকেল ও এর পার্টস, MS Steel Products ও সিমেন্ট শিট রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানি প্রণোদনা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এ সুবিধা ২০২১-২২ অর্থবছরে জাহাজীকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।
- **সেবা রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানি আয় প্রত্যাবাসন ও এর পদ্ধতি:** এফই সার্কুলার অনুযায়ী, বাংলাদেশে সংশ্লিষ্ট এডির মাধ্যমে সেবা রপ্তানিকারকরা তাদের আয় প্রত্যাবাসনের জন্য notional/মার্চেন্ট অ্যাকাউন্ট বজায় রাখতে পারবেন। এই অনুমোদিত অ্যাকাউন্টগুলি ব্যতীত, ইক্যুইটি/পোর্টফোলিও বিনিয়োগের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে যে কোনও রূপে বিদেশে রপ্তানি আয় ধরে রাখার জন্য অন্য কোন উপায়ে বাস্তব অথবা ভার্চুয়াল সম্পদরূপে এবং ক্রিপ্টোকারেন্সিসহ বিভিন্ন ভার্চুয়াল মুদ্রায় হিসাব পরিচালনার মাধ্যমে রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসন বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইনের ২৩(১) ধারার লংঘন ও এসআরও নং-৫৯-আইন/২০২১ ,তারিখ-৮ মার্চ,২০২১ অনুযায়ী আমলযোগ্য হবে।
- **নিট গার্মেন্টস-এ সূতা থেকে কাপড় তৈরি এবং কাপড় থেকে পোশাক তৈরিতে অপচয়ের হার পুনঃনির্ধারণ:** সূতা থেকে কাপড় তৈরি এবং কাপড় থেকে পোশাক তৈরিতে অপচয়ের হার বেসিক নিট এর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২৭ শতাংশ, বিশেষ খাতের পোশাকের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৩০ শতাংশ এবং সুয়েটার ও মোজার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৪ শতাংশ হারে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।
- **বাণিজ্য লেনদেনে বাড়তি সুবিধা:** দেশের বাণিজ্য লেনদেনে সুষম পরিবর্তন আনয়নে বাণিজ্য লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রদত্ত বাড়তি সুবিধা নিম্নলিখিত খাতে জুন '২০২২ পর্যন্ত অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যথাঃ ১) জিএফইটি-২০১৮ অনুসারে, কাঁচামাল আমদানি ব্যয় মেটানো সহ ব্যাক-টু-ব্যাক আমদানি এবং কৃষি উপকরণ ও সার আমদানি ব্যয় মেটানোর জন্য ইউজ্যান্স সময়সীমা ২৭০ দিন পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে; ২) বিটিএমএ ও বিজিএমইএ এর সদস্যদের জন্য রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (EDF) এর সীমা ২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের পরিবর্তে ৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং উক্ত ঋণ মেয়াদের এর সময়সীমা ৯০ দিন থেকে ২৭০ দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।
- **বাংলাদেশ হতে সফটওয়্যার, আইটিইএস (Information Technology Enabled Services) ও হার্ডওয়্যার রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানি প্রণোদনা/নগদ সহায়তা প্রদান:** শিরোনামোক্ত বিষয়ে এফই সার্কুলার নম্বর ০৩, তারিখ ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ এর ৫(খ) নম্বর অনুচ্ছেদ এবং এফই সার্কুলার নম্বর ২৯, তারিখ ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২১ এর ৩ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ি আন্তর্জাতিক মার্কেট প্লেসের মাধ্যমে সফটওয়্যার ও আইটিইএস সেবা রপ্তানির বিপরীতে ৫,০০০.০০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত রপ্তানি আয় প্রত্যাবাসনের (এক্সচেঞ্জ হাউজ ব্যতীত) ক্ষেত্রে টিটি বার্তার ভাষ্যে আমদানি সংশ্লিষ্ট তথ্য সূত্রের অবর্তমানে অর্থ প্রাপ্তির যথার্থতা নিশ্চিত হয়ে এবং কতিপয় নির্দেশনা পালন সাপেক্ষে প্রচলিত হারে রপ্তানি প্রণোদনা/নগদ সহায়তা প্রযোজ্য হবে।
- **Online Foreign Exchange Market Monitoring System এ অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা বাজার বিষয়ক বিভিন্ন বিবরণী দাখিল:** এডি ব্যাংকগুলোকে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নিয়মিতভাবে যাবতীয় বৈদেশিক বিনিময় বাজার সম্পর্কিত বিবরণীসমূহ 'Online Foreign Exchange Market Monitoring System' এ দাখিল করার জন্য এবং মাসিক 'Foreign Exchange Inflow Outflow Statement' এর হিসাবায়ন প্রকৃত মার্কিন ডলার/সমতুল্য মার্কিন ডলারে 'Online Foreign Exchange Market Monitoring System' এ প্রদান করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
- **দৈনিক বিনিময় পজিশন বিবরণী দাখিল:** ফেব্রুয়ারি, ২০২২ থেকে এডি ব্যাংকগুলোকে পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে সংশোধিত Rationalized Input Template (RIT) ফরম্যাট এর মাধ্যমে দৈনিক বিনিময় অবস্থানের বিবৃতি জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত নতুন ফরম্যাট এর পাশাপাশি পুরানো ফরম্যাট এর মাধ্যমেও ব্যাংকসমূহকে উক্ত বিবরণীসমূহ দাখিল করতে হবে।